



47123 - 'যে ব্যক্তি মাঝেমধ্যে নামায আদায়ে অবহলো করে' এর প্রতিকার

প্রশ্ন

আমি একজন মুসলমি যুবক। আমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, তাঁর কতিবসমূহের প্রতি বিশ্বাসী। আলহামদু লিল্লাহ। কিন্তু, মাঝেমধ্যে আমি নামায আদায়ে অবহলো করি। আমি এর সমাধান চাই বা এমন একটা পদ্ধতি চাই; যাতো করে আমি অলসতা না করি। যদিও আমি চাই কিন্তু শয়তানরে ফাঁদ বড় কঠনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যে ব্যক্তি সত্যকারার্থে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানদার, তাঁর কতিবসমূহের প্রতি ঈমানদার এবং নামায যে একটা ফরয ইবাদত ও দুই সাক্ষ্যবাণীর পর ইসলামের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ এটার প্রতি ঈমানদার- সে নামায পড়বে না কিংবা নামায আদায়ে অবহলো করবে এটা কল্পনা করা যায় না। বরং এমন ব্যক্তি এ মহান বধিানটি পালন করা ও নিয়মতি আদায় করা ছাড়া চঞ্চলতা, স্বস্তি ও প্রশান্তি পায় না।

বান্দার ঈমান যতবশে বাড়তে তার মাঝে ফরয ইবাদত পালনরে গুরুত্বও ততবশে বাড়তে। এবং এটা তার ঈমানও বটে। অতএব, যে পদ্ধতি আপনাকে নিয়মতি নামাযী বানাতে পারবে সেটো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

এক:

নামায যে একটা ফরয ইবাদত ও ইসলামের মহান রুকন আপনি এ বিষয়ে সুদৃঢ় ঈমান আনুন। আপনি জেনে রাখুন: নামায বর্জনকারী কঠনি শাস্তরি ঘোষণাপ্রাপ্ত এবং আলমেদেরে সঠকি মতানুযায়ী ইসলামী ত্যাগকারী কাফরে; এ সংক্রান্ত অনকে দলিলি প্রমাণরে ভিত্তিতে। যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “মুমনি ব্যক্তি এবং শরিক-কুফররে মাঝে পার্থক্য নরিধারণকারী হচ্ছ- নামায বর্জন।” [সহি মুসলমি (৮২)] তিনি আরও বলেন: "আমাদের ও তাদের মাঝে অঙ্গীকার হচ্ছ- নামাযরে। যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল।" [সুনানে তরিমযি (২৬২১), সুনানে নাসাঈ (৪৬৩) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১০৭৯)। আলবানি 'সহিহু তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

দুই:



নামাযকে নরিদ্ষিট ওয়াক্ত থেকে বলিম্বে আদায় করা কবরি গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বলনে: “কন্তি তাদরে পরে এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামায নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব অচরিই তারা غَيِّ (ক্ষতগিরস্ততা) এর সম্মুখীন হবে। [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৫৯] ইবনে মাসউদ (রাঃ) غَيِّ সম্পর্কে বলনে: এটি জাহান্নামের একটি নরিদমা; যা অতি গভীর ও খারাপ স্বাদরে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: "অতএব, দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য যারা তাদরে নামায আদায়রে ব্যাপারে অমনোযোগী।"[সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৫]

তনি:

আপনার উচতি মসজদি গয়ি জামাতরে সাথে নামায আদায়রে সচেষ্ট থাকা এবং এক ওয়াক্ত নামাযরে ব্যাপারেও অবহলো না করা। এ বশ্বাসরে সাথে য়ে, আলমদরে সর্বাধকি শুদ্ধ মতানুযায়ী জামাতরে সাথে নামায আদায় করা ওয়াজবি। এ সংক্রান্ত অনকেগুলো দললিরে কারণে। যমেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি আযান শুনওে কোন ওজর ছাড়া নামাযে আসনে তার নামায নই"। [হাদসিটি বর্ণনা করছেন ইবনে মাজাহ (৭৯৩), দ্বারা কুতনি ও হাকমে। হাকমে হাদসিটিকে সহহি বলছেন এবং আলবানি 'সহহি ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

ইমাম মুসলমি (৬৫৩) তাঁর সহহি গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে য়ে, তনি বলনে: এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এমন কোন সহচর নাই য়ে আমাকে মসজদি নিয়ি আসবে। তাই লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে অবকাশ (রুখসত) চাইল; য়াতে করে সে নিজগৃহে নামায পড়তে পারে। তখন তনি তাকে অবকাশ দলিনে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন তনি বললনে: তুমি কি নামাযরে ডাক শুন? সে বলল: হ্যাঁ। তনি বললনে: তাহলে তুমি সে ডাকে সাড়া দাও।" এছাড়াও আরও দললি রয়ছে। দেখুন: [40113](#) নং প্রশ্নোত্তর।

চার:

নিয়মতি নামায আদায় করার মাধ্যমে আপনি ঐ সাতব্যক্তরি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করবনে য়াদেরকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দবিনে। ঐ সাতব্যক্তরি মধ্যে একজন হচ্ছনে- 'এমন যুবক য়ে ইবাদতরে মধ্যে বড় হ়য়ছে'। অপর একজন হচ্ছনে- 'যার অন্তর মসজদি লটকে থাকে'। [সহহি বুখারি (৬৬০) ও সহহি মুসলমি (১০৩১)]

পাঁচ:

আপনি নামায আদায় করার মাধ্যমে মহা পুরস্কার প্রাপ্তরি আশা করবনে; বশিষেত জামাতরে সাথে নামায আদায় করার মাধ্যমে। সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



বলনে: "জামাতরে সাথে নামায আদায় করা কটে নজিগুহে ও বাজারে নামায আদায় করার চয়ে ২৫ গুণ বেশীসওয়াব। তা এ কারণে যে, যখন সে ওয়ু করে এবং ওয়ুকু সুন্দর করে এরপর মসজিদরে উদ্দেশ্য বরয়ে যায় এবং নামায ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না তখন প্রতিটি কদমে তার এক স্তর মর্যাদা উন্নীত হয় এবং প্রতি কদমে তার একটি গুনাহ মাফ হয়। নামায শেষে করে সে যখন জায়নামাযে বসে থাকে তখন ফরেশেতারা তার জন্য ক্শমা প্রার্থনা করতে থাকে: হে আল্লাহ্! তাকে ক্শমা করুন, হে আল্লাহ্! তার প্রতিরিহম করুন। যতক্শণ পর্যন্ত সে বসে থাকে ততক্শণ। তোমাদরে কটে যখন নামাযরে অপক্শায় থাকে তখন সে নামাযহে থাকে।"[সহহি বুখারি (৬৪৭) ও সহহি মুসলমি (৬৪৯)]

উসমান বনি আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে তিনি বলনে: "যে ব্যক্তি নামাযরে জন্য ওয়ু করে এবং ওয়ুকু পরপূর্ণভাবে সম্পাদন করে, এরপর ফরয নামাযরে উদ্দেশ্যে বরয়ে যায় এবং মানুষরে সাথে কথিবা জামাতরে সাথে কথিবা মসজিদে নামায আদায় করে আল্লাহ্ তার গুনাহগুলো মাফ করে দনে।"[সহহি মুসলমি (২৩২)]

ছয়:

আপনি নামায আদায় করার ফযলিতগুলো এবং নামায বর্জন করার বা অলসতা করার কুফল সম্পর্কে পড়াশুনা করবনে। আমরা এ বিষয়ে আপনাকে শাইখ মুহাম্মদ বনি ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম এর কতিব "আস-সালাতু লমি-যা" পড়ার এবং শাইখ মুহাম্মদ হুসাইন ইয়াকুব এর আলগোচনা: "লমি-যা লা তুসাল্লা" শুনার পরামর্শ দিচ্ছি। এতে আপনি অনেকে উপকার পাবনে; ইনশাআল্লাহ্।

সাত:

এমন সৎ বন্ধু নির্বাচন করা যারা নামাযরে ব্যাপারে সচতেন এবং যথাযথভাবে নামায আদায় করে। এবং যারা এমন নয় সসেব বন্ধুকু বর্জন করা। কারণ বন্ধু বন্ধুকু অনুকরণ করে থাকে।

আট:

জীবনরে সকল ক্শত্রে গুনাহ থেকে বঁচে থাকা এবং অন্যদরে সাথে বিশেষতঃ নারীদরে সাথে সম্পর্করে ক্শত্রে শরয়িতরে বধিান মনে চলা। কারণ গুনাহর কাজ বান্দাকে সবচয়ে বেশী নিকে আমল থেকে দূরে রাখে এবং তার উপর শয়তানরে আধিপত্যকে জোরদার করে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে আপনাকে তাঁর নকে বান্দা ও নকৈট্যবান বান্দাদরে অন্তর্ভুক্ত করে ননি

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।